দৈনিক বাংলা

তারিখ 02-SEP 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

15

তিনদিন সব ক্লাস বন্ধ ঃ তদন্ত কমিটি গঠন

ভার্সিটিতে দুই ছাত্র লীগে বন্দুক যুদ্ধ ঃ নিহত ১

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ বিবদমান দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ভয়াবহ বন্দুক-যুদ্ধের পরিণতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে আরো একজন ছাত্র নিহত হয়েছেন। এর প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভায় ৩ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস বন্ধ ও এই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য কারা দায়ী তা শনাক্ত করতে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনায় গত-কালের ঘটনাসহ নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫১।

আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ (ম-ই) ও জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগ (বা-কা)-এর মধ্যে গতকালের বন্দুকযুদ্ধে ছাত্রীসহ আহত হয়েছেন মোট ৫ জন।

নিহত ছাত্রকে কামরুল ইসলাম বুলবুল বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তিনি গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। জহরুল হক হলের অনাবাসিক ছাত্র কামরুলের গ্রামের বাড়ি নড়াইল সদর থানায়। ঢাকায় তিনি চামেলীবাগ এলাকায় থাকতেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্র-ছাত্রী ও পুলিশের কাছ থেকে জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর একটি মিছিল কলাভবনের লেকচার থিয়েটারের কাছে এলে হঠাৎ সেখানে একটি গুলির শব্দ শোনা যায়। গুলির শব্দে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্রলীগ (ম-ই) কর্মীরা সংগঠিত হয়ে অপরাজেয় বাংলার পাদ-

(৮-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ভার্সিটিতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেশে জড়ো হয়। এবং সেখান থেকে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করতে থাকে। ছাত্রলীগ (বা-কা) কর্মীরা এ সময় আই-বিএ ও বাণিজ্য ভবনের কাছ থেকে ছাত্রলীগ (ম-ই) কর্মীদেরকে লক্ষ করে পাল্টা গুলি ছুড়তে শুরু করে। দুই পক্ষকে থামানোর জন্য পুলিশ টিয়ার গ্যাসের সেল নিক্ষেপ করে, মুহুর্মুহু গোলাগুলি, বোমাবাজি ও টিয়ার গ্যাসের শব্দে ক্যাম্পাস এলাকা কাঁপতে থাকে। সারা নীলক্ষেতে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। দুই পক্ষ তাদের অবস্থান সুবিধাজনকভাবে পরিবর্তন করে প্রতিপক্ষের উপর গুলিবর্ষণ চালিয়ে যেতে থাকে।

দুপুর ১২টার দিকে জাসদ ছাত্রলীগ ও ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর সশস্ত্র ক্যাডাররা কলাভবনের পিছনে এসে সামনাসামনি পরস্পরকে লক্ষ্য করে গুলি ও বোমা ছুড়তে থাকে। তাদের এই সংঘর্ষ বন্ধ করতে পুলিশ চেষ্টা করলে উভয় সংগঠনই পুলিশের উপর আক্রমণ করে। তখন আত্মরক্ষার্থে ডাকসু ভবন ও কলাভবনের দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়ে। এবং সেখান থেকে টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ছুড়তে থাকে।

উভয় পক্ষের প্রচন্ড গোলাগুলি চলাকালে পুলিশও তাদের কাছে যেতে ভয় পায় এবং তারা দূর থেকে টিয়ার গ্যাস এবং রাবার বুলেট ছোড়া অব্যাহত রাখে। বেলা সোয়া ১২টার দিকে ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর অন্য একটি সশস্ত্র দল 'জয় বাংলা' স্লোগান করে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর সামনে দিয়ে কলাভবনের দিকে আসতে চাইলে পুলিশ বাঁধা দেয়। পুলিশের বাঁধা উপেক্ষা করে দলটি গুলি ছুড়তে ছুড়তে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পুলিশ তাদের নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হলে এক পর্যায়ে পুলিশ তাদের দিকে টিয়ার গ্যাস ছোড়ে। তারাও পুলিশের দিকে গুলিবর্ষণ ও বোমা নিক্ষেপ অব্যাহত রাখে। লাইব্রেরী এলাকায় গোলাগুলির এক পর্যায়ে কামরুল ইসলামকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউ কেউ বলেছে, তার গলায় সন্ত্রাসীদের গুলিবিদ্ধ হয়েছে। কেউ বলেছে, টিয়ার গ্যাসের সেল লেগেছে। এ ব্যাপারে ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। পড়ে যাওয়ার পর কামরুলের গলা দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। কামরুল আহত হয়ে পড়ে থাকলেও ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর কর্মীরা ভ্রুক্ষেপ না করে পুলিশের উপর আক্রমণ চালিয়ে যায়। অন্যদিকে জাসদ ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীরা 'হাসিনার গুন্ডারা কই' বলে মিছিল করতে করতে মধুর ক্যান্টিনে এসে তাদের খুঁজতে থাকে। প্রচন্ড সংঘর্ষের খবর পেয়ে এ সময় পুলিশের স্পেশাল বাহিনী ক্যাম্পাসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে ঢুকে পড়ে।

এদের সাথে জাসদ ছাত্রলীগের গুলি-বিনিময় হয়। গুলি, বোমা, রাবার বুলেট ও টিয়ার গ্যাসের শব্দে ও ধোঁয়ায় ক্যাম্পাসে ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর পুলিশ দুপুর ১টার দিকে দুটি সংগঠনকে ক্যাম্পাস থেকে হটাতে সক্ষম হয়। উভয়পক্ষের গুলি ও পাল্টা গুলিতে ঢাকা ভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের জসিমউদ্দীন হলের ছাত্র রেজাউল হক রেজা পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়, এছাড়া অন্যান্য আহত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাংলা বিভাগের ছাত্র মুসা কলিমুল্লাহ, ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও সূর্যসেন হলের ছাত্র রফিকুল ইসলাম জীবন, মাহাবুব ফারুক ও অজ্ঞাত পরিচয় একজন ছাত্রী আহত হয়। এদের মধ্যে গুরুতর আহত রেজা ও জীবনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রেজার পায়ে এবং জীবনের হাতে গুলি লাগে।

বৃহস্পতিবার বিকালেই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে নিহত কামরুলের লাশের ময়না তদন্ত করে লাশ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ক্যাম্পাসে বর্তমানে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিপুল সংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত

বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভায় ঐ ঘটনার জন্য ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি শান্ত রাখতে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা ভার্সিটির সকল ক্লাস বন্দ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এছাড়া ক্যাম্পাসে সংঘটিত সংঘর্ষে নিহত কামরুল ইসলাম বুলবুলের মৃত্যুতে সিন্ডিকেট শোক প্রকাশ করেছে। তার হত্যার জন্য দোষী ব্যক্তিদের সনাক্ত করতে সিন্ডিকেট থেকে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মনিরুল হককে আহবায়ক করে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির বাকি সদস্যরা হচ্ছেন ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, প্রাণ রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন, লোক প্রশাসন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোসলেহ উদ্দীন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর নজরুল ইসলাম।

ছাত্রলীগ (ম-ই)

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ছাত্রলীগ (ম-ই) এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে কামরুল ইসলামের মৃত্যুর জন্য জাসদ ছাত্রলীগকে দায়ী করেছে। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মঈনুদ্দীন হাসান চৌধুরী। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য সরকার ও তার ছাত্রসংগঠন জাসদ ছাত্রলীগকে সাথে নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ঘটনার জন্ম দিয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে ইকবালুর রহিম, ফারুক আহমেদ, ইসহাক আলী পান্না, আনিসুর রহমান, খিজির হায়াত লিজু, পংকজ দেব নাথ, সুজিত রায় নন্দী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তারা কামরুল হত্যার জন্য তমিজউদ্দিন নামক একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে দায়ী ও তার বিচার দাবী করে। কামরুল হত্যার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ (ম-ই) আজ শুক্রবার গায়েবী জানাজা ও বিক্ষোভ মিছিল, শনিবার ঢাকা ভার্সিটিতে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট এবং সোমবার শোক মিছিল করবে।

জাসদ ছাত্রলীগ

জাসদ ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এ ঘটনার জন্য ছাত্রলীগ (ম-ই) কে দায়ী করেছে। লিখিত বক্তব্যে জাসদ ছাত্রলীগের সভাপতি রুহুল কুদ্দুস বাবু বলেন, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য মুজিববাদী ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে লাশের রাজনীতি শুরু করেছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে একের পর এক আমাদের কর্মীদের উপর তারা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবারও তাদের সন্ত্রাসীরা আমাদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। বাবু বলেন, শেখ হাসিনা ক্ষমতার লোভে পাগল হয়ে এখন জামায়াতের সাথে আঁতাত এবং মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলন নস্যাৎ করার চক্রান্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তারা কামরুল হত্যার বিচার দাবী করেন। জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আবদুল্লাহীল কাইউম, রোকন উদ্দীন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ছাত্রদল

মুজীববাদী ছাত্রলীগ ও জাসদ ছাত্রলীগের মধ্যে বৃহস্পতিবারের সংঘর্ষে একজন সাধারণ ছাত্র কামরুল আহসান বুলবুল মর্মান্তিক নিহত হওয়ায় ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এক বিবৃতিতে ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুল হক মিলন ও সাধারণ সম্পাদক নাজিমউদ্দিন আলম বলেছেন, মুজীববাদী ছাত্রলীগের একগুয়েমী, গণতান্ত্রিক ব্যবহারের প্রতি অশ্রদ্ধাবোধ এবং ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের আমন্ত্রণই ক্যাম্পাসে নৈরাজ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য দায়ী।